কর্মই দর্পণ যা আত্মাকে দর্শন করায়

আজ সর্বশক্তিমান বাবা শক্তি সেনাকে দেখে পুলকিত হচ্ছেন । মাস্টার সর্বশক্তিমান সব আত্মারা কতদূর পর্যন্ত সর্বশক্তিকে ধারণ করেছে ? তোমরা প্রধান শক্তিগুলোকে খুব ভালোভাবে জানো আর তারই আধারে তোমরা নিজেদের ছবি তৈরি করো । এই ছবি চৈতন্য স্বরূপের নিদর্শণ । এটা তোমাদের মহত্বের লক্ষণ সেটাই শ্রেষ্ঠত্বের । প্রতিটা কর্ম যখন শ্রেষ্ঠ আর মহান হয়, তা' এটাই প্রমাণ করে যে, তোমরা তোমাদের ক্ষমতা কর্মাভ্যাসে পরিণত করেছ । আত্মা দুর্বল বা শক্তিশালী কিনা, অথবা সর্বশক্তি সম্পন্ন বা সর্বশক্তি স্বরূপ সম্পন্ন কিনা তা' জানা যায় তাদের কর্ম দ্বারা। কারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে অধিকার আর সুযোগসুবিধার আদানপ্রদান করতে তাদের আসতেই হয় । এই কারণে নাম হয় কর্মক্ষেত্র, কর্মবন্ধন, কর্মেন্দ্রিয়, কর্মভোগ, কর্মযোগ । সুতরাং, এই সাকার দুনিয়ার বিশেষত্বই হলো কর্ম । নিরাকার বতন যেমন কর্মের ঊর্ধে অর্থাত্ কর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন, তেমন সাকার বতন মানে হল কর্ম । কর্ম শ্রেষ্ঠ হলে প্রারব্ধও শ্রেষ্ঠ হয় আবার কর্ম কলুষিত হলে প্রারব্ধ দুঃখের হয় । যেমনই হোক, উভয়ই কর্মের আধারে হয় । তোমাদের কর্ম, আত্মাকে দর্শন করানোর দর্পণ । কর্মরূপী দর্পণ দ্বারা তোমরা তোমাদের শক্তিস্বরূপকে জানতে পারো । যদি কর্মের মধ্য দিয়ে শক্তির কোনও প্রত্যক্ষ রূপ দেখা না যায় তবে যে যতই বলুক আমি মাস্টার সর্বশক্তিমান, কর্মক্ষেত্রে থেকে কর্মে তার প্রতিফলন না হলে তাকে কি কেউ মানবে ? উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কেউ একজন খুব ভালো সৈনিক বা লড়াইতে খুব ভালো কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের সাথে যদি যুদ্ধ করতে না পারে, পরাজিত হয় তখন কি কেউ বিশ্বাস করবে সে ভালো যোদ্ধা ! একইভাবে, কেউ একজন নিজের বিচারবুদ্ধি দ্বারা নিজেকে শক্তি স্বরূপ মনে করল অথচ সে যদি সেই নির্দিষ্ট শক্তি কঠিন পরিস্থিতিতে বা যখন অন্যের সঙ্গে সম্পর্কে আসে, প্রয়োগ করতে না পারে, যে সময়ে যে নির্দিষ্ট শক্তির আবশ্যকতা থাকে সেই শক্তি যদি কর্মে প্রয়োগ করতে না পারে তাহলে কি কেউ মানবে যে সে শক্তি স্বরূপ ? শুধু তোমার বিচারবুদ্ধি দিয়ে এই জানা অনেকটা ঘরে বসে নিজেকে সবকিছুতে উপযুক্ত মনে করার মতো । যাই হোক, সেই সময় তুমি যদি স্বরূপ না দেখাও বা নির্দিষ্ট শক্তিকে কাজে না লাগাও, সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরে যদি এটা স্মরণ করো তখন কি তোমাকে শক্তি স্বরূপ বলা যাবে ? কর্মে এই মহত্বই প্রয়োজন । সময় অনুসারে শক্তিকে কর্মে প্রয়োগ করো । সুতরাং, সারাদিন তোমার কর্মতত্পরতা চেক করে দেখ যে কতখানি তুমি মাস্টার সর্বশক্তিমান হয়েছ ।

কোন্ বিশেষ শক্তি যথার্থ সময়ে তোমাদের বিজয়ী বানায় এবং কোন্ শক্তিতে তুমি দুর্বল যা তোমাকে বারবার পরাজিত করায় ? কোনো কোনো বাচ্চা জানে তারা কোন্ শক্তিতে দুর্বল, এমনকি তারা সেইগুলো বলেও কিন্তু খুব সাধারণভাবে, যখন ধারণাযুক্ত কোনও সংগঠন বা নিজসম পুরুষার্থীদের বায়ুমণ্ডল থাকে । মেজরিটি অর্থাত্ অধিকাংশ তাদের দুর্বলতা অন্যদের থেকে লুকানোর চেষ্টা করে । কেউ কেউ ঠিক সময়ে তাদের দুর্বলতার কথা বলে, কিন্তু সেই দুর্বলতার বীজ কি তা' সেইভাবে কেউ বুঝতে পারেনা; তারা এর সম্বন্ধে উপর -উপর বলে । তারা বিস্তারিতভাবে বাহ্যিক রূপের বর্ণনা করে কিন্ত তারা বীজ পর্যন্ত পৌঁছায় না । তাহলে, এর রেজাল্ট কি ? তারা সেই কমজোর শাখাগুলো উপর থেকে ছেঁটে দেয়, এইজন্য কম সময়ের জন্যে হলেও তারা অনুভব করে শক্তির সেই অভাব সমাপ্ত হয়েছে । কিন্তু বীজ তখনও সেখানে থেকে যায়; কারণ, কিছু সময়ের পরেই

নানারকম পরিস্থিতির জল সিঞ্চনে অর্থাত্ জল পেয়ে সেই একই দুর্বলতার শাখা আবার বড় হতে থাকে । আজকাল দুনিয়ায় স্থায়ীভাবে রোগ নিরাময় হয় না, কারণ রোগের বীজ কি ডাক্তার জানেনা । এই কারণে রোগ দমিত হয় কিন্তু স্থায়ীভাবে নিরাময় হয়না । ঠিক একইভাবে এখানেও বীজকে জেনে বীজকে নির্মূল করো । তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ বীজকে জানেও কিন্তু অমনোযোগী হওয়ার কারণবশত: তোমরা বলো, হ্যাঁ ঠিক আছে, কোনও সময়ে এটা হয়ে যাবে, একবারে কি এটা শেষ হবে, সময় তো লাগবেই । এইভাবে তারা নিজেদের দক্ষ প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে । যে সময়ে তাদের পাওয়ারফুল হতে হবে সেই সময় তারা নলেজফুল হয় ! নিশ্চিতভাবে নলেজের শক্তি আছে, কিন্তু সেই নলেজকে তারা শক্তিরূপে ইউজ্ করেনা । তারা শুধু পয়েন্টরূপে ইউজ্ করে । জ্ঞানের প্রতিটা পয়েন্ট একেকটা অস্ত্র । কিন্তু তারা এটাকে অস্ত্র রূপে ইউজ্ করেনা । সুতরাং, বীজকে জানো, কোনো ভাবে অসতর্ক হয়ে কোনো কিছু প্রশ্রয় দিওনা যা তোমাকে সম্পূর্ণ এবং সম্পন্ন হতে বাধা দেবে । আর বীজকে বুঝে নেওয়ার পরে যদি নিজের মধ্যে বীজকে জানার শক্তি অনুভব করো, কিন্তু সেই বীজকে ভস্ম করার শক্তি বুঝতে না পারো তাহলে অন্য জ্বালাস্বরূপ শ্রেষ্ঠ আত্মাদের থেকে সহযোগ নিতে পারো কারণ আত্মা ক্ষীণশক্তি হয়ে যাওয়ায় তারা বাবার সাথে ডিরেক্ট কানেকশন জুড়তে বা বাবার দ্বারা কারেকশন হতে অপারগ হয়, সুতরাং, সেকেণ্ড নাম্বার শ্রেষ্ঠ আত্মাদের থেকে সহযোগ নিয়ে নিজেদের ভেরিফাই করো । তোমরা নিজেদের ভেরিফাই করলে সহজেই তোমরা পিউরিফাই হয়ে যাবে । তাহলে বুঝতে পারছ তো কি চেক করতে হবে আর কিভাবে করতে হবে ?

প্রথমতঃ, কিছু লুকিও না । দ্বিতীয়তঃ, এটা জেনেও কোনো কিছু অগ্রাহ্য ক'রোনা বা অবহেলায় ভাসিয়ে দিওনা । যখন তোমরা অমনোযোগী হ'য়ে চলতে থাকো তখন চিত্কার করো । তাই আজ বাপদাদা শক্তি সেনার কর্মশক্তি দেখছিলেন । এখন প্রাপ্ত হওয়া শক্তিকে কর্মে প্রয়োগ করো। কারণ তোমাদের কর্মই, তোমাদের বিশ্বের সকল আত্মাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে । তোমাদের কর্মের মাধ্যমে তারা তোমাদের জানবে । সংকল্প সূক্ষ্ম শক্তি, সেই তুলনায় কর্ম অনেক স্থূল । আজকালকার আত্মারা স্থূলরূপ খুব তাড়াতাড়ি চিনে নিতে পারে । সাধারণতঃ স্থূল থেকে সূক্ষ্ম শক্তি অধিক শ্রেষ্ঠ । কিন্তু লোকেদের পক্ষে সূক্ষ্ম শক্তির ভাইব্রেশন ক্যাচ্ করা এখন খুব কঠিন । তোমাদের কর্মশক্তির দ্বারাই তারা তোমাদের সংকল্প শক্তিকে ক্রমশঃ জেনে যাবে । মন্সা সেবা কর্মণা থেকে অধিক শ্রেষ্ঠ । যে বৃত্তি দ্বারা তোমরা বৃত্তিকে এবং বায়ুমণ্ডলকে শ্রেষ্ঠত্বে রূপান্তরিত করো তা' অতীব শ্রেষ্ঠ । তাসত্ত্বেও, তোমরা যা করছ তার থেকে সহজতর কর্ম আছে । পূর্বেই তোমাদের এর যথাযথ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আজ, বাবা তোমাদের কর্ম দ্বারা তোমাদের শক্তিস্বরূপের আভাস দিয়ে বা সাক্ষাত্কার করিয়ে বিষয়টাকে খোলাখুলিভাবে ব্যক্ত করছেন । তোমাদের কর্ম দ্বারা সংকল্প শক্তিতে পৌঁছানো অনেক সহজ হয়ে যাবে । তা নাহলে, দুর্বল কর্ম এবং সূক্ষ্ম শক্তি বুদ্ধিকে এবং তোমাদের সংকল্পগুলোকে নীচে নামিয়ে আনে, ঠিক যেমন পৃথিবীর আকর্ষণ উপরের জিনিসকে নীচে নামিয়ে আনে । এইজন্য চিত্রকে চরিত্র বানাও । আচ্ছা ।

এইভাবে প্রতিটি শক্তিকে কর্ম দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়ে , নিজের শক্তিস্বরূপ দ্বারা সর্বশক্তিমান বাবাকে প্রত্যক্ষ করে, সর্বদা পরখ করার এবং পরিবর্তনের শক্তিস্বরূপ, সর্বদা চরিত্র দ্বারা বিচিত্র বাবার সাক্ষাত্কার করায়, এমন মাস্টার সর্বশক্তিমান, শ্রেষ্ঠ কর্মকর্তা, শক্তিস্বরূপ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

পার্টির সাথে বাপদাদার সাক্ষাত্কার

১ - মায়ার আতিথেয়তার রেজাল্ট হল - দুঃখ(উদাসী)

সব সময় নিজেকে বাপদাদার সাথীরূপে গণ্য করো ? যখন সর্বদা বাপদাদার সঙ্গ অনুভব হবে তখন তার লক্ষণ হবে সদা বিজয়ী । যদি যুদ্ধ করতেই তোমাদের অনেক সময় কেটে যায় আর সব কিছুতে তোমাদের কঠিন পরিশ্রম অনুভব হয় তবে এটাই প্রমাণ হয় তোমরা বাবার সঙ্গে নেই । যারা তাঁর সঙ্গ অনুভব করেছে তারা অবিরত তাঁর জন্য ভালবাসায় পরিপূর্ণ হয়েছে । প্রেমের সাগরে নিমজ্জিত আত্মা কখনও অন্য কোনও প্রভাবে আসতে পারেনা । মায়ার আসা কোনও বড় কথা নয় ! কিন্তু তাকে তার রূপ দেখাতে দিওনা ! যদি মায়াকে অতিথিসেবা করো তবে চলতে চলতে দুঃখের অনুভব হবে । তোমরা এমন অনুভব করবে, যেন, না সামনে এগোতে পারছ আর না পিছনে সরতে পারছ । পিছনেও সরতে পারবে না আর সামনেও এগোতে পারবে না । এটাই হল মায়ার প্রভাব । মায়ার আকর্ষণ তোমাকে উড়তে দেয়না । বাস্তবে, কোনো ভাবে পিছনে সরে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই নেই । যাই হোক, যদি এমন হয় যে তোমরা এগোতে পারছ না, তবে বীজকে চেক করো এবং তাকে ভস্ম করো । এইরকম ভেবো না, আমি চলছি, আমি আসছি, আমি শুনছি, আমার যথাশক্তি দিয়ে সেবা করছি । এইরকম করার পরিবর্তে চেক করো তোমার স্পীড আর স্টেজ-এর ক্ষেত্রে কতখানি উন্নতি হয়েছে । আচ্ছা ।

২ - এক লহমায় যারা বাবার কাছে সমর্পিত হয় একমাত্র তারা মহাপ্রসাদ হয়

বাচ্চারা তোমরা সবাই জীবনমুক্ত স্থিতির বিশেষ বর্সা অনুভব করো ? তোমরা জীবনমুক্ত নাকি জীবনবন্ধ ? ট্রাস্টি হওয়া অর্থাত্ জীবনমুক্ত হওয়া । তবে কি তোমরা মরজীবা হয়েছ নাকি এখনও মরছ ? কত বছর ধরে তোমরা মরবে ? ভক্তিমার্গে জড় মূর্তিতে প্রসাদরূপে কি নৈবেদ্য অর্পণ করা হয় ? যা মুহূর্ত মধ্যে সম্পূর্ণ অর্পণ করা যায় ! চিত্কার করে আত্মবলিদান করলে প্রসাদরূপে নিবেদিত হওয়া যায়না । বাবার সামনে তারাই একমাত্র প্রসাদ হতে পারে যারা নিজেদের মুহূর্ত মধ্যে উত্সর্গ করতে পারে, যারা এক ঝটকায় নিজেদের সমর্পণ করতে পারে । এই তাত্ক্ষণিক ত্যাগ তাদের যারা সবকিছু মনোযোগ দিয়ে বিবেচনা করে, ভাবে, সঙ্কল্প করে, "আমি বাবার, বাবা আমার ।" এই সঙ্কল্প মনে আসতেই সবকিছু তলোয়ারের ধারে সমাপ্ত হয়ে যায় । তোমরা এক মুহূর্তে নিবেদিত হয়ে যাও । তোমরা যদি এমন ভাবো, আমরা হবো, হয়ে যাবে এবং সবসময় সবকিছু ছেড়ে দিলে সময় বয়ে যাবে, সেটা চিত্কার করার মতো অবস্থা হবে । যারা সর্বদা সেই চিন্তায় থাকে, ক্রমাগত গোঙায় তারা কখনও জীবনমুক্ত হতে পারেনা । যেইমাত্র তোমরা বলো, "বাবা" , ঠিক তখনই হয়ে যায় "যেমন বাবা, তেমন বাচ্চা" । এটা তো সম্ভব নয় যে, বাবা সাগর আর বাচ্চা ভিখারী ! বাবা তোমাদের অফার করেছেন - আমার হয়ে যাও, এতে চিন্তা করার কিছু নেই । আচ্ছা ।

ডাবল্ বিদেশী ভাই-বোনেদের প্রশ্ন এবং বাপদাদার উত্তর

প্রশ্নঃ - বাবার সাথে আমরা বাচ্চারা কিভাবে বিশ্ব পরিক্রমায় যেতে পারি ?

উত্তরঃ - এইজন্য বাবার মতন বিশ্ব কল্যাণকারী বেহদের স্টেজ হওয়া প্রয়োজন । তবে তোমরা অনুভব করবে, ছবিতে গ্লোবের উপর শ্রীকৃষ্ণ যেমন বসে আছেন তেমনই আমিও বিশ্ব গ্লোবের উপর বসে আছি । তখন অটোমেটিক্যালি তোমাদের বিশ্ব পরিক্রমা হয়ে যাবে । অনেক উঁচু জায়গায় চলে গেলে যেমন চক্কর লাগানোর প্রয়োজন হয়না, কারণ এক জায়গা থেকেই সবকিছু দেখতে পাওয়া যায়, ঠিক এইভাবে যখন টপ স্টেজে, বীজরূপ স্টেজে, বিশ্ব কল্যাণকারী স্থিতিতে স্থিত হবে তখন সারা বিশ্ব ছোট বলের মতো দেখাবে । কারণ তখন তোমরা এক সেকেণ্ডে পরিক্রমণের শ্রেষ্ঠ স্টেজে থাকবে । কখনও কখনও তোমরা দিব্য দৃষ্টি দ্বারা প্র্যাকটিক্যাল ভ্রমণের অনুভব করো অথবা কখনও তোমাদের সূক্ষ্ম ফরিস্তা স্বরূপের সাথে । প্লেনে যেমন তোমরা চারিদিকে প্রদক্ষিণ করো ঠিক তেমনভাবে ফরিস্তা স্বরূপে সারা বিশ্বে তোমরা বৃত্তাকারে চক্কর দিতে পারো; এই দুইভাবেই তোমরা বিশ্ব পরিবেষ্টন করতে পারো অর্থাত্ চক্কর দিতে পারো । তোমরা যখন বিশ্ব রচয়িতার বাচ্চা তখন তো তোমরা সমগ্র রচনার চারদিকে ভ্রমণ করবে, তাই না !

প্রশ্নঃ - কোনো কোনো সময় যোগে বসে খুব ভালো টাচিং হয়, কিন্তু কিভাবে বুঝব এটা বাবার টাচিং ?

উত্তরঃ - ১) বাবার টাচিং সবসময়ই পাওয়ারফুল হয় এবং তোমরা অনুভব করবে এই শক্তি তোমাদের শক্তির থেকে অনেক বেশী শক্তিশালী ।
২) বাবার টাচিং হলে সহজেই সফলতার অনুভব হবে । ৩) যখন বাবার টাচিং হবে তখন কোনও 'কি' 'কেন'-র প্রশ্ন থাকেনা । সবকিছু স্পষ্ট থাকবে । সুতরাং, এই সমস্ত জিনিস থেকে তোমরা বুঝতে পারো যে সেই টাচিং বাবার ।

প্রশ্নঃ - কিভাবে পরখ করা যাবে আমরা বুদ্ধির দ্বারা সারেন্ডার হয়েছি কি হইনি ?

উত্তরঃ - বুদ্ধির দ্বারা সারেন্ডারের অর্থ হল - বুদ্ধি যা নির্ণয় করছে তা' বাবার শ্রীমত্ অনুসরণে হচ্ছে কিনা ! কারণ বুদ্ধির কাজই হল নির্ণয় করা । শ্রীমৎ ছাড়া অন্য কিছু তোমাদের বুদ্ধিতে আর কোনও কথা আসেই না । তোমাদের বুদ্ধিতে সদা বাবার স্মৃতি থাকার কারণে, সেটাই নির্ণয় শক্তি হয়ে যাবে । যার প্র্যাকটিক্যাল লক্ষণ হ'ল তোমাদের জাজমেন্ট সঠিক হবে এবং সফলতায় পূর্ণ হবে । যাই হোক আত্মা বলে, তার নিজেরও যেমন এটা পছন্দ হবে, অন্যরাও এটা খুব ভালো জিনিস হিসেবে গ্রহণ করে নেবে । প্রত্যেকে অনুভব করবে যে, তোমাদের বুদ্ধি খুব স্বচ্ছ এবং সারেন্ডারড অর্থাত্ সমর্পিত । তোমরা তোমাদের বুদ্ধির সাথে পরিতৃপ্ত । এমন কোনও কোশ্চেন কোথাও থাকবেনা কে রাইট অথবা রং ।

প্রশ্নঃ - কিছু কিছু বাচ্চা যারা নিশ্চয় বুদ্ধি তারা ৪-৫ বছর বাদে চলে যায়, এটা কেন হয় ? কিভাবে এই তরঙ্গ সমাপ্ত করা যাবে ?

উত্তরঃ - চলে যাওয়ার নির্দিষ্ট কারণ হল, তারা সেবায় খুব বিজি থাকা সত্ত্বেও স্ব-সেবা এবং সেবার মধ্যে ব্যালান্স হারিয়ে ফেলে । এই একটা কারণে ভালো ভালো বাচ্চারা সাময়িক নিবৃত্তিতে এসে যায় অর্থাত্ তারা থেমে যায় । আর দ্বিতীয় কারণ হলো, তাদের বিশেষ এমন কিছু সংস্কার আছে যাতে তারা শুরু থেকে কমজোর থাকে, কিন্তু সেটা তারা লুকিয়ে রাখে এবং নিজের সাথে

নিজে ক্রমাগত যুদ্ধ চালিয়ে যায় । বাপদাদাকে বা নিমিত্ত আত্মাকে স্পষ্টভাবে নিজের দুর্বলতা জানিয়ে তারা সেই সংস্কার সমাপ্তও করেনা । তাদের লুকিয়ে রাখার কারণে সেই দুর্বলতা তাদের ভিতরে ভয়ংকর রূপ নিয়ে নেয় এবং তাদের নিজেদের উন্নতি অনুভব হয়না । আর তখন বিষন্নচিত্তে তারা বাবাকে ছেড়ে চলে যায় । তৃতীয় কারণ হলো, তারা অন্যান্যদের সাথে তাদের নিজেদের সংস্কারের সংগতি রাখতে পারেনা । অন্যান্যদের সাথে তাদের সংস্কারের সংঘাত লেগে যায় । আত্মাদের ছেড়ে যাওয়ার এই লহর সমাপ্ত করার জন্য একসাথে সেবা করার সাথে সাথে স্ব -সেবা এবং সেবার মধ্যে ব্যালান্স রাখতে ফুল অ্যাটেনশন দিতে হবে । যারা আসে তাদের প্রত্যেককে বাপদাদার প্রতি এবং নিমিত্ত আত্মাদের প্রতি অতি স্বচ্ছ থাকতে হবে । যদি তোমরা একটুও অনুভব করো যে সার্ভিস টু মাচ তবে নিজের উন্নতিসাধন সবার আগে ভাবা উচিত্ এবং নিমিত্ত আত্মাদেরও তোমার অনুভবের কথা বলা উচিত্ । যারা নতুন আসে প্রথমে এইসব কথায় তাদের অ্যাটেনশন দেওয়াও । নিজের সংস্কার আগে চেক করো । যদি অন্য কারও সাথে তোমার সংস্কারের সংঘাত লাগে তাহলে সেই ব্যক্তির থেকে সরে আসাই ঠিক হবে । কোথাও কোনো সারকমস্ট্যান্সে সংস্কারের সংঘাত হলে তোমার নিজেকে আলাদা করে নেওয়াই শ্রেয় ।

প্রশ্নঃ - নির্দিষ্ট কোনও জায়গায় যদি সেবার রেজাল্ট বার না হয় তবে কি তা' কারও নিজের দুর্বলতা নাকি যেখানে এইরকম হচ্ছে সেই ভিতের ?

উত্তরঃ - সর্বপ্রথমে সেবার সব ধরণের সাধন ইউজ করার চেষ্টা করো । যদি সব ধরণের সেবা করার পর তখনও রেজাল্ট না হয় তবে তা' ভিতের ফারাক হতে পারে । যদি তোমার নিজের দুর্বলতার কারণে সেবা না বাড়ে তখন অবশ্যই তোমাদের বিবেক-দংশন হবে, আমার কারণে সেবা হয়নি । ঠিক সেই সময়ে একে অন্যের সহযোগ নিয়ে একে অন্যকে ফোর্সের সাথে পূর্ণ করো । যদি তোমার কারণে হয় তাহলে ওই ধরণী থেকে যে আত্মারা বেরোচ্ছে তারাও দুর্বল হবে । তীব্র পুরুষার্থী হতে পারবে না । আচ্ছা ।

বরদানঃ- পুরুষার্থের সাথে যোগের প্রয়োগ বিধি দ্বারা বৃত্তিকে পরিবর্তনকারী সদা বিজয়ী ভব

পুরুষার্থ জমি প্রস্তুত করে, সেটাও খুব প্রয়োজন কিন্তু পুরুষার্থের সাথে সাথে যদি যোগের প্রয়োগে অন্যদের মনোভাব পরিবর্তন করো তাহলে, সফলতা তোমার দৃষ্টিগোচরে চলে আসবে । দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে এবং যোগের প্রয়োগ দ্বারা, তোমরা যে কোনও কারও বুদ্ধির রূপান্তর করতে পারো । সেবায় যখনই কোনো পরিবর্তন হয়েছে, যোগের প্রয়োগ দ্বারা তাদের বিজয় লাভ হয়েছে । এইজন্য তোমাদের পুরুষার্থ দ্বারা ভিত প্রস্তুত করো, কিন্তু বীজকে আমূল পরিবর্তন করতে যোগের প্রয়োগ করো । তাহলে, তখন তোমরা বিজয়ী হওয়ার আশিস লাভ করবে ।

স্লোগানঃ- সেবার দ্বারা যারা দানপুণ্যের পুঁজি সঞ্চয় করে তারাই হল পুণ্যাত্মা ।